গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়
কেশবপুর, রাজশাহী
www.digrajshahirange.gov.bd

স্মারক নং-রাজ-রেঞ্জ/ট্রেনিং অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার/৭৩৩১

তারিখ: ০২ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ১৮ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

প্রতি

অ্যাডিশনাল ডিআইজি (রিসার্চ, ইনোভেশন অ্যান্ড বেস্ট প্রাকটিস)
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

বিষয় : উত্তম চর্চা (বেস্ট প্র্যাকটিস) তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে

সূত্র : স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.৯৭৮.৯৯.০০১.২০২২-২৭১ তারিখ: ১২-১০-২০২২ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, রেঞ্জ কার্যালয়, রাজশাহীর উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও উত্তম চর্চা (বেস্ট প্র্যাকটিস) সংক্রান্ত তথ্যাদি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ০২ (দুই) পাতা

স্বাক্ষরিত/-
১৮/১০/২০২২ খ্রি.
মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম
বিপি-৭৪০৫১০৪৮৯২
পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ)
পক্ষে/-ডিআইজি
রাজশাহী রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী
ফোনঃ ০২৪৭৮১১২২৬; ফ্যাক্সঃ ০২৫৮৮৮৫৫৪৪৪
E-mail: range.raj.sp.e_w@police.gov.bd

১. **সেবা সহজীকরণ এবং থানা ও পুলিশ ইউনিট সমূহের উপর সার্বক্ষনিক তদারকি ও নজরদারি :**

আইনী সেবাসমূহ প্রাপ্তির প্রাথমিক এবং মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে থানা। অত্র রেঞ্জে মোট ৭১টি থানা রয়েছে। নাগরিকগণ বিভিন্ন প্রকার আইনী সেবা যেমন মামলা দায়ের, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল, কোন বিষয়ে জিডি এন্ট্রিকরণ, নানাপ্রকার ভেরিফিকেশন, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স ও নিরাপত্তা, ব্যক্তি ও সম্পদের নিরাপত্তা ইত্যকার নানান সেবা গ্রহনের লক্ষ্যে থানায় গিয়ে থাকেন। থানায় আগত নাগরিকদের নিকট সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজীকরণের নানামূখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কোন প্রকার মধ্যস্থতাকারী তথা দালাল শ্রেনীর উপদ্রব একেবারে নির্মূল করা হয়েছে। প্রতিটি থানায় উল্লেখিত সেবাসমূহ প্রদানের লক্ষ্যে সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন নিশ্চিত করা হয়েছে। অনেকেই যারা জিডি বা অভিযোগ সঠিকভাবে লিখতে পারেন না তারা ইতোপূর্বে কোন আইনজীবী বা কোন মধ্যস্থতাকারীর দ্বারস্থ হতেন। বর্তমান ডিআইজি মহোদয় প্রতিটি থানায় দুইজন করে মহিলা কন্সটেবলদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক সার্ভিস ডেস্কে পদায়ন করেছেন। তারা আগত নাগরিকদের সঙ্গে ভদ্র ও সৌজন্যমূলক আচরণের মধ্যদিয়ে সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন। তাছাড়া থানা ও অন্যান্য পুলিশ ইউনিট সমূহের উপর সিনিয়র অফিসার কর্তৃক তদারকি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেঞ্জ কন্ট্রোল ও মনিটরিং সেন্টারের মাধ্যমে সেবা প্রার্থীদের সাথে সরাসরি মোবাইলে যোগাযোগের মাধ্যমে পুলিশের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও সার্বিক বিষয়ে ফিডব্যাক গ্রহণ করে থাকেন। এতে করে জবাবদিহিতার পাশাপাশি পুলিশি সেবার মানোন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

২. **ব্যবস্থা গ্রহনযোগ্য (অ্যাকশেনেবল) জিডির উপর নজরদারী :**

থানায় বিভিন্ন বিষয়ে জিডি রেকর্ড করা হয় তবে যেসমস্ত বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন প্রয়োজন এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এমন জিডিগুলোর উপর ডিআইজি মহোদয় নিজে বিশেষ নজরদারী করে থাকেন। ৭১ টি থানার প্রতিটিতে ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য (অ্যাকশেনেবল) জিডির পৃথক রেজিস্ট্রার রক্ষনাবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং প্রত্যহ রাত ১২ ঘটিকার পর ব্যবস্থাগ্রহণযোগ্য জিডির উপর কি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সে সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন নিম্নবর্ণিত ছকমোতাবেক সার্কেল অফিসের মাধ্যমে ডিআইজি অফিসে প্রতিদিন প্রেরণ করতে হয়। অত্র রেঞ্জ অফিসের কর্মকর্তাগণ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রেরিত তথ্য যাচাই-বাছাই করে নিয়মিত প্রয়োজনীয় নির্দেশা প্রদান করেন।

জেলার নাম	থানার নাম	জিডি নম্বর, তারিখ ও সময়	সংবাদ দাতার নাম ও মোবাইল নম্বর	সংবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	হাওলাকৃত অফিসারের নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর	ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময়	কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে

ফলশ্রুতিতে জিডির উপর মনিটরিং ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ফলে সেবাপ্রত্যাশিগণের মাঝে দ্রুত ও ন্যায় বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পুলিশের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. **অফিসার ইন চার্জ পদায়নে ব্যতিক্রমী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নীতিমালা অনুসরণ :**

থানার পুলিশি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অফিসার-ইনচার্জকে অবশ্যই সততা, দক্ষতা ও প্রভাবমুক্ত থেকে পেশাদারিত্বের মনোভাব নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে হয়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজশাহী রেঞ্জে পেশাদার ও দক্ষ অফিসার-ইনচার্জ নির্বাচনের জন্য একটি নীতিমালার প্রনয়ণ করা হয়েছে। পুলিশ পরিদর্শকগণ রেঞ্জে যোগদানের পর তাদের জন্য নির্ধারিত সূচকের একটি মূল্যায়নক্রম তৈরী এবং ক্রমানুযায়ী শীর্ষে থাকা পরিদর্শকগণকে অফিসার-ইনচার্জ হিসেবে বিভিন্ন থানায় পদায়ন করা হয়ে থাকে। এতে করে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীগণ সকল প্রকার প্রভাব ও তদবীর ছাড়াই পদায়নের জন্য বিবেচিত হতে পারছেন। নতুন সদস্য তালিকায় অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর এটি পুর্নঃমূল্যায়িত হয়ে থাকে। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যোগ্য অফিসার ইনচার্জ পদায়নের প্রক্রিয়াটি অফিসার-ফোর্সের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা তৈরি করেছে। আস্থা ও বিশ্বাস তৈরী হয়েছে যে, পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সাথে কাজ করলে এই রেঞ্জে মূল্যায়ন করা হয়। পদায়ন প্রক্রিয়াটি ইতোমধ্যে সকল স্তরের পুলিশ সদস্যদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

চলমান.....

<u>মূল্যায়নক্রম তৈরীতে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় :</u>

ক) জেলার পুলিশ সুপারগণ ০৬ (ছয়) মাস অন্তর ৯০ (নব্বই) নম্বরের উপর মূল্যায়িত কপিটি রেঞ্জ ডিআইজির নিকট প্রেরণ করেন।

খ) শতকরা ৫০ ভাগ নম্বরের উর্দ্ধে প্রাপ্ত পরিদর্শকগণকে রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে নির্ধারিত মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের নিকট উপস্থিত হতে হয়।

গ) ডিআইজি, ০৩ জন অ্যাডিশনাল ডিআইজি, ডিআইজি কার্যালয়ের পুলিশ সুপারগণের সমন্বয়ে গঠিত ০৭ (সাত) সদস্যের বোর্ড উক্ত মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন করেন।

ঘ) বোর্ডের সকল সদস্যের সম্মতির ভিত্তিতে নির্বাচিত অফিসার ইনচার্জ হিসেবে যোগ্য পরিদর্শকগণের একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারের নিকট প্রেরণ করা হয়।

ঙ) অফিসার ইনচার্জ পদের শূন্যতার ভিত্তিতে উক্ত তালিকার ক্রমানুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার তাদের পদায়ন করে থাকেন।

অফিসার ইনচার্জ পদায়ন নীতিমালা-২০২০ 'ছক'

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ক্রমিক নং	পুলিশ পরিদর্শকদের নাম, বিপি নং, নিজ জেলা, জন্ম তারিখ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বর্তমান কর্মস্থল	বয়স ও শারীরিক সক্ষমতা (পূর্ণ নম্বর-১০)		বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য (পূর্ণ নম্বর-৩৫)			পেশাগত ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা (পূর্ণ নম্বর-৩৫)				অন্যান্য যোগ্যতা (পূর্ণ নম্বর-১০)		পুলিশ সুপার কর্তৃক প্রদত্ত মোট নম্বর(পূর্ণ নম্বর-৯০)	সামগ্রিক মূল্যায়ন (ডিআইজি) (পূর্ণ নম্বর-১০)	মোট প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
		বয়স (পূর্ণ নম্বর-৫)	শারীরিক সক্ষমতা (পূর্ণ নম্বর-৫)	ধীশক্তি ও মানসিক তৎপরতা (পূর্ণ নম্বর-১০)	শৃঙ্খলা ও কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য (পূর্ণ নম্বর-১০)	আর্থিক আসক্তি (পূর্ণ নম্বর-১৫)	ওসি হিসাবে পূর্ব অভিজ্ঞতা (পূর্ণ নম্বর-৫)	নেতৃত্ব প্রদানে যোগ্যতা ও ব্যবস্থাপনা (পূর্ণ নম্বর-১০)	জনগণের সাথে মেশার সক্ষমতা (পূর্ণ নম্বর-১০)	পুলিশি কাজে পেশাদারিত্ব (পূর্ণ নম্বর-১০)	ICT (কম্পিউটার জ্ঞানসহ CDMS, CIMS & PIMS) এর দক্ষতা (পূর্ণ নম্বর-৫)	পুরস্কার ও দণ্ড (পূর্ণ নম্বর-৫)				